গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
সাধারণ শাখা-১

বিষয়: সিলেট বিভাগীয় জেলা প্রশাসক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন বিভাগীয় কমিশনার
সভার তারিখ	: ২৩ নভেম্বর, ২০২২
সভার সময়	: সকাল ১০.০০ টা
স্থান	: বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট এর সভাকক্ষ
উপস্থিতি	: তালিকা সংযুক্ত

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুরোধক্রমে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) ও অত্র কমিটির সদস্য সচিব সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। বিগত সভার কার্যবিবরণীতে কোন প্রকার সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০২। সভায় বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহ ও এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

<table>
<tr><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়ন</th></tr>
<tr><td rowspan="3">গত সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:
অক্টোবর, ২০২২ মাসের বিভাগীয় জেলা প্রশাসক সমন্বয় সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th>সভার তারিখ</th><th>গৃহীত সিদ্ধান্তের সংখ্যা</th><th>গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সংখ্যা</th><th>সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার</th></tr>
<tr><td>১৯.০৯.২০২২</td><td>৪০</td><td>৩৯</td><td>৯৭.৫০%</td></tr>
<tr><td>০৬.১০.২০২২</td><td>৩৭</td><td>৩৬</td><td>৯৭.২৯%</td></tr>
</table>
</td><td>সেপ্টেম্বর, ২০২২ মাসে গৃহীত ৪০টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ৩৯টি সিদ্ধান্ত ইতোপূর্বে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০১টি সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়নের নিমিত্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</td><td rowspan="2">জেলা প্রশাসক (সকল)</td></tr>
<tr><td>অক্টোবর, ২০২২ মাসে গৃহীত ৩৭টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ৩৬টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। অবশিষ্ট ০১টি সিদ্ধান্ত আগামী সভার পূর্বে বাস্তবায়নের জন্য জানানো হয়।</td></tr>
</table>

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
০১. ফৌজদারি কার্যবিধির আওতায় বিচারাধীন মামলা: জেলা প্রশাসনের অধীন ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর আওতায় দায়েরকৃত মামলা নিষ্পত্তির হার বাড়ানোর ব্যাপারে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বিভাগের আওতাধীন সকল জেলায় ফৌজদারি কার্যবিধির আওতায় চলমান মামলা নিষ্পত্তির প্রমাপ অর্জিত হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। ফৌজদারি কার্যবিধির আওতায় বিচারাধীন চলমান মামলা নিষ্পত্তিতে বিজ্ঞ অতি: জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ২৫.৯৫% এবং বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ৩১.৭৯% মামলা নিষ্পন্ন করায় সভাপতি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সুনামগঞ্জকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৯৬নং স্মারক ও ২০৩নং স্মারক অনুযায়ী জেলা পর্যায়ে যথাক্রমে ০১, ০২ ও ০৩ বছরের অধিককাল যাবৎ পেন্ডিং মামলার তালিকা ছক মোতাবেক এ কার্যালয়ে প্রেরণ এবং মন্তব্য কলামে দীর্ঘদিন অনষ্পিন্ন থাকার কারণ উল্লেখ করে প্রতিবেদন প্রেরণ করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর আওতায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রট আদালতে ২০২০ সাল পর্যন্ত দায়েরকৃত মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে মর্মে সভাকে জানানো হয়।	১.১. ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর আওতায় দায়েরকৃত মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধিসহ প্রমাপ অর্জনের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। ১.২. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর আওতায় বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রট আদালতে ২০২০ সাল পর্যন্ত দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন মামলার তথ্য মাসের নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে এ কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। ১.৩. ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর আওতায় দায়েরকৃত মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ১.৪. জেলা পর্যায়ে ০১, ০২ ও ০৩ বছরের অধিককাল যাবৎ পেন্ডিং মামলার তথ্য ছক মোতাবেক প্রেরণ করতে হবে এবং মন্তব্য কলামে দীর্ঘ সময় অনিষ্পন্ন থাকার কারণ উল্লেখ করতে হবে।	১.১-৪. বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
০২. মোবাইল কোর্ট পরিচালনা: ২.১. মোবাইল কোর্টের প্রমাপ অর্জন নিশ্চিতকরণ এবং ই-কোর্টে তথ্য আপলোড এর ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। ২.২. অবৈধভাবে ভোজ্য তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মজুদ রোধকরণের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ ভোক্তা অধিকার আইন অধিকতর কার্যকর করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ২.৩. দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত বাজার মনিটরিং এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় আলোচনা করা হয়। এছাড়া হোটেল রেস্টুরেন্টে খাবারের গুণগতমান বজায় রাখতে অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং হোটেল রেস্টুরেন্টের মালিক সমিতির সাথে সমন্বয় সভা করার বিষয়ে ও সভায় আলোচনা করা হয়। ২.৪. মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনগত প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভায় কর্মকর্তাদের মোবাইল কোর্ট বিষয়ে ব্রিফিং/প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনার উপর গুরুত্বারোপ হয়। ২.৫. মোবাইল কোর্টের জরিমানার অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোডে জমা প্রদান এবং অনলাইনে ভেরিফাই কার্যক্রম চলমান রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। মোবাইল কোর্টে জরিমানার অর্থ নির্ধারিত খাতে জমা হচ্ছে কিনা তা ০৩ মাস পর পর নিবিড়ভাবে অনলাইন ভেরিফিকেশন সম্পাদন করার জন্য সভাপতি সকল জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন। ২.৬. সভায় যৌন হয়রানি বিষয়ক অভিযানে মামলা দায়ের না হলে মোবাইল কোর্টের সংখ্যা শূন্য ধরে মন্তব্য কলামে অভিযানের সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিবেদন প্রেরণের বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা হয়। এছাড়া স্কুল কলেজগুলোর আশেপাশে যৌন হয়রানি/ইভটিজিং রোধে স্কুল, কলেজের শিক্ষকগণের সাথে কথা বলে প্রয়োজনে অভিযানের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে সভায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ২.৭. মোবাইল কোর্ট আপিল মামলার প্রমাপ রয়েছে। মোবাইল কোর্ট আপিল মামলার প্রমাপ অর্জনের বিষয়ে সভায় অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়। সকল জেলার মোবাইল কোর্টের আপিল মামলা নিষ্পত্তির প্রমাপ অর্জিত হয়েছে মর্মে সভাকে জানানো হয়। এ ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়।	২.১. মোবাইল কোর্টের প্রমাপ অর্জন নিশ্চিতকরণ এবং ই-কোর্টে তথ্য আপলোড এর ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। ২.২. অবৈধভাবে ভোজ্য তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মজুদ রোধকরণের লক্ষ্যে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ ভোক্তা অধিকার আইনে অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। ২.৩. দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্যের গুণগতমান বজায় রাখতে নিয়মিত বাজার মনিটরিংসহ অভিযান ও মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২.৪. বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর তত্ত্বাবধানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সম্পর্কিত ব্রিফিং/ প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। ২.৫. মোবাইল কোর্টে আদায়কৃত জরিমানার অর্থ যথাযথভাবে নির্ধারিত খাতে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ এবং ০৩ মাস পর পর নিবিড়ভাবে অনলাইন ভেরিফিকেশন যাচাই করতে হবে। ২.৬. যৌন হয়রানি প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। এ সংক্রান্ত অভিযানে কোন মামলা দায়ের না হলে মন্তব্য কলামে অভিযানের কথা উল্লেখ করে শূন্য প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। যৌন হয়রানি প্রতিরোধে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সাথে কথা বলবেন এবং প্রয়োজনে এ সংক্রান্ত অভিযানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। ২.৭. মোবাইল কোর্ট আপিল মামলার প্রমাপ অর্জনের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
০৩. খাদ্য সংগ্রহ কার্যক্রম সংক্রান্ত : ৩.১. সিলেট বিভাগে আমনের বাম্পার ফলন হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয়ক্রমে খাদ্য সংগ্রহ কার্যক্রম জোরদারকরণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী খাদ্য সংগ্রহ করণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। ৩.২. আসন্ন বোরো মৌসুমে ফসল উৎপাদনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রমসহ সার এবং বীজের সংকট যাতে না হয় সে বিষয়ে মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে। ডিলারদের কার্যক্রম সতর্কতার সঙ্গে তত্ত্বাবধান করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এছাড়া ইউনিয়ন পর্যায়ে ডিলারদের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়েও সভায় অভিমত প্রকাশ করা হয়। ৩.৩. ওএমএস ও টিসিবি এর কার্যক্রম মনিটরিংসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য সভায় অনুরোধ করা হয়। ওএমএস ও টিসিবি এর আওতায় বিতরণের চাল যেন কোনক্রমেই উপকারভোগী ব্যতীত অন্য কারো হাতে না যায় সে বিষয়ে কঠোর নজরদারি প্রয়োজন বলে সভায় আলোচনা করা হয়।	৩.১. লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী খাদ্য সংগ্রহ নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩.২. আসন্ন বোরো ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩.৩. সার সরবরাহে যেন কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে সর্তক দৃষ্টি রাখতে হবে। ৩.৪. নিয়োগকৃত ডিলারদের কার্যক্রম মনিটরিং করতে হবে। অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩.৫. ওএমএস ও টিসিবির খাদ্য সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম কঠোরভাবে তদারকি করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
০৪. ই-নথি ও ই-সার্ভিস সিস্টেম: ৪.১. সভায় জানানো হয় যে, ই-নথির মাধ্যমে পত্র প্রেরণের পর হার্ডকপি প্রেরণের প্রয়োজন নেই। সকল জেলায় ই-নথি কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। শতভাগ ই-নথি বাস্তবায়নে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয় এবং উপজেলা পর্যায়ে ই-নথির কার্যক্রম জোরদারকরণ ও হার্ডকপিতে নথি নিষ্পত্তির বিষয়টি সম্পূর্ণ পরিহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়েও সভায় আলোচনা করা হয় ৪.২. সভায় জানানো হয় যে, সরকারি ই-মেইল নীতিমালা অনুযায়ী বেসরকারি ই-মেইলের পরিবর্তে দাপ্তরিক কাজে সরকারি ই-মেইল যেমন- @mopa.gov.bd ব্যবহারের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সকল জেলায় শতভাগ সরকারি ই-মেইলের ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হয়।	৪.১. ই-নথি কার্যক্রম জোরদার অব্যাহত রাখতে হবে। ৪.২. উপজেলা পর্যায়ে ই-নথির কার্যক্রম জোরদারকরণ ও হার্ডকপিতে নথি নিষ্পত্তি সম্পূর্ণ পরিহারকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৪.৩. সরকারি ই-মেইল নীতিমালা অনুযায়ী দাপ্তরিক ই-মেইলের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ৪.৪. ই-নথিতে প্রেরিত পত্র পুনরায় হার্ড কপিতে প্রেরণ পরিহার করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) ও সিনিয়র সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
০৫. অনলাইন ডিলিং লাইসেন্স সিস্টেম চালুকরণ: অনলাইন ডিলিং লাইসেন্স সিস্টেমের সফটওয়্যারের সীমাবদ্ধতা উল্লেখপূর্বক জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক এ অফিসে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণ করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। বিষয়টি নিয়ে ইতোপূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সফট বিডি এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জেলা প্রশাসকগণ পত্র প্রেরণ করেছেন মর্মে সভাকে অবহিত করেন।	অনলাইন ডিলিং লাইসেন্স সিস্টেমের সমস্যা ও উত্তরণের উপায় এবং সিস্টেম পরিবর্তন/উন্নয়নের বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন এ কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
০৬.গণশুনানি সংক্রান্ত : সভায় জানানো হয় যে, গত সভার সিদ্ধান্ত মতে যথাযথ ফরম্যাট অনুসরণ করে গণশুনানী প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। ইউনিট সংখ্যা ঠিক রেখে গণশুনানী প্রতিবেদন প্রেরণের ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। বিভাগের আওতাধীন সকল জেলায় গণশুনানীর প্রমাপ অর্জিত হওয়ায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং এ ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। তাছাড়া গণশুনানি সংক্রান্ত রেজিস্টারটিতে সেবা প্রত্যাশীদের সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী যথাযথভাবে সংরক্ষণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	৬.১. গণশুনানীর সংখ্যা প্রমাপের চেয়ে কম হলে তা সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনের মন্তব্য কলামে কারণ উল্লেখ করে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। ৬.২. গণশুনানি সংক্রান্ত রেজিস্টার যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
০৭. উঠান বৈঠক অনুষ্ঠান: উঠান বৈঠক/সভা অনুষ্ঠানের ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায় উঠান বৈঠকের হার বৃদ্ধির বিষয়েও সভায় আলোচনা করা হয়।	সামাজিক প্রচারণার অংশ হিসেবে উঠান বৈঠক/সভা পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
০৮. কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তদন্তাধীন অভিযোগের নিষ্পত্তি: বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ (যদি থাকে) তদন্ত করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ (যদি থাকে) তদন্ত করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
০৯.জেলা ব্র্যান্ডিং: “জেলা ব্র্যান্ডিং” এর স্বল্প (৬ মাস), মধ্য (০১বছর ৬ মাস) ও দীর্ঘ মেয়াদি (০৩ বছর) পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। মৌলভীবাজার জেলার অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে মর্মে সভায় জানানো হয়। এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সুনির্দিষ্ট তথ্য সংযোজনক্রমে প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্ব প্রদান করা হয়।	৯.১. জেলা ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমের প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে প্রেরণ করতে হবে। জেলা ব্র্যান্ডিং-এ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা এবং জনগণের মাঝে তা প্রচার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৯.২. অর্থনৈতিক ও সামজিক প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে “জেলা ব্র্যান্ডিং” কার্যক্রমের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
১০. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সংক্রান্ত : ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য গৃহনির্মাণ প্রকল্পের কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শুরু এবং শেষ করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর গৃহনির্মাণ কার্যক্রমের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছক মোতাবেক অগ্রগতি প্রতিবেদনে সংযোজনক্রমে প্রেরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী সুনামগঞ্জ জেলায় ১৪টি এবং মৌলভীবাজার জেলায় ০৫টি ঘরের কাজ এখনো শুরু না হওয়ার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ বিষয়ে অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়।	১০.১. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর গৃহ নির্মাণ কাজ গুণগতমান বজায় রেখে দ্রুত সম্পন্নকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। ১০.২. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন ছক মোতাবেক প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। ১০.৩. সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায় যে সকল গৃহ নির্মাণ কাজ এখনও শুরু হয়নি তা দ্রুত সম্পন্নকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
১১. পেন্ডিং তালিকা: সকল রিপোর্ট/রিটার্ণ ধার্য তারিখের মধ্যে এ অফিসে প্রেরণ নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। পেন্ডিং তালিকা নিষ্পত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সকলকে অনুরোধ করা হয়।	১১.১. জেলা প্রশাসকগণের নিকট এ কার্যালয়ের পেন্ডিং কাজকর্ম নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ১১.২. বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে জেলা প্রশাসকগণের পেন্ডিং তালিকা প্রতিমাসের ০৫ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
১২. বিবিধ: ১২.১. জেলা ও উপজেলায় মাস্টার প্ল্যান তৈরী এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে প্রত্যন্ত অঞ্চলকে প্রাধান্য দিয়ে এলজিইডি ও পিডব্লিউডি এর প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	জেলা ও উপজেলায় মাস্টার প্ল্যান তৈরী এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে প্রত্যন্ত অঞ্চলকে প্রাধান্য দিয়ে এলজিইডি ও পিডব্লিউডিকে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১২.২. জেলা পর্যায়ে এপিএ নিয়ে কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এপিএ ও এনআইএস সংক্রান্ত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের বিষয়ে সভায় অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়। এপিএ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সিটিজেন চার্টার অনুসরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন উপজেলা পরিদর্শনের সময় এপিএ ও এনআইএস এর প্রমাপের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রোগ্রাম প্রণয়ন করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	১২.২.১. এপিএ প্রস্তুত এর ক্ষেত্রে সিটিজেন চার্টার অনুসরণ করতে হবে। ১২.২.২. বিভিন্ন উপজেলা পরিদর্শনের সময় এপিএ ও এনআইএস এর প্রমাপের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রোগ্রাম প্রণয়ন করতে হবে। একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে বিষয়টির তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
১২.৩. অসহায় মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজ খবর নেওয়া এবং তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	অসহায় মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজ খবর নেয়াসহ তাঁদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
১২.৪. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শনের বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়।	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
১২.৫. অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ছবি ও স্ট্যাটাস পোস্ট করা থেকে বিরত থাকা এবং ফেসবুক নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ফেসবুক ব্যবহারের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৭ মে, ২০২০ তারিখে জারীকৃত “সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৯ (পরিমার্জিতসংস্করণ)” অনুসরণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	১২.৫.১. অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ছবি এবং স্ট্যাটাস পোস্ট করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ১২.৫.২. ফেসবুক ব্যবহারের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৭ মে, ২০২০ তারিখে জারীকৃত “সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৯ (পরিমার্জিত সংস্করণ)” কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)

০৩। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন
বিভাগীয় কমিশনার

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৬.০০০০.০০৫.০৬.০০৪.২২.৬৩২

তারিখ: ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৯
২৮ নভেম্বর ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২) সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৩) সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৪) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
৫) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়
৬) সচিব , মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৭) সচিব (রুটিন দায়িত্ব), খাদ্য মন্ত্রণালয়

৮) জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার

৯) সিনিয়র সহকারী কমিশনার, আইসিটি সেল, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।।

ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন
বিভাগীয় কমিশনার